গ্র্যান্ড বার্গেইন কি, কিভাবে আসলো ও কি ফলাফল আশা করা হয়েছে?

- ২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় ("Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" যার অন্যতম সুপারিশ ছিলো সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করার বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা। যার মধ্যে আরো ছিলো স্থানীয় স্বাক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।
- এসকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩৫টির অধিক দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আর্ন্তজাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম "Grznd Bargain". WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।
- আশা করা হচ্ছে গ্রান্ড বারগেইন চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী মানবিক কার্যক্রমের ধারা বর্তমানে দাতা নিয়ন্ত্রিত "সরবরাহ-মডেল" থেকে পরিবর্তিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ নিয়ন্ত্রিত "চাহিদা-মডেলে" রূপান্তরিত হবে।
- এবং মানবিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আরও দায়িত্বশীল হবে ও জনগণ তার থেকে আরও বেশি সহযোগিতা পাবে। মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগী ও সংস্থাসমূহ একত্রে কাজ করার ফলে Value Add হবে। আর এভাবেই সাহায্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গ্রান্ড বারগেইন তাৎপর্যময় দক্ষতা অর্জন করবে।

The Grand Bargain –

A Shared Commitment to Better Serve People in Need

Istanbul, Turkey

23 May 2016

গ্রান্ড বার্গেইন (Grand Bargain) কেন?

- উপরের লোগোসমূহ সেই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকান্ডের ফলাফল আরো কার্যকরী করতে ১০ টি মুলকর্ম স্রোতের আওয়তায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রান্ড বার্গেইন (Grand Bargain) সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।
- বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান মানবিক চাহিদা পুরণে পরিমান অর্থ/ তহবিল প্রয়োজন হবে সেগুলি যাতে মানবিক কর্মকান্ডে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয় এবং চাহিদা ও প্রাপ্ত তহবিলে মধ্যে যে বিশাল ফারাক আছে তা যথাসম্ভব কমে আসে সেটি নিশ্চিত করাই এই গ্রান্ড বার্গেইন প্রতিশ্রুতির মুল লক্ষ্য।
- মানবিক চাহিদা পূরণে জড়িত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সাড়া দানকারী সংস্থাসমূহের জন্য আরও ব্যাপক পরিসরে অর্থ বরাদ্দ ও গতি বৃদ্ধি করা, নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করাসহ একটি সহজ এবং অভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সহয়তা ও ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে।

গ্র্যান্ডবার্গেইনে দাতা সংস্থাগুলি কি বলতে চেয়েছে?

আগামী ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক মানবিক কার্যক্রমের বরাদ্দ তহবিলের কমপক্ষে ২৫% যাবে মানবিক কার্যক্রমে সাড়াদানকারী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহের কাছে। এর বাইরেও মানবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা এবং সুনির্দিষ্ট কোন খাত-ভিত্তিক অর্থায়ন না করে বরং নমনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। এসকল উদ্দিপনার সাথে তারা আরোও বিশ্বাস করে, গ্রান্ড বারগেইন এর সুফল সবাই পাবে। এ সুফল শুধু বড় সংস্থাসমূহের জন্য নয়।

কর্মস্রোত ১: অধিকতর স্বচ্ছতা

- সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদেরকে অবশ্যই মানবিক সাহায্য কর্মসূচিসমূহের উপর সময়মত, স্বচ্ছ, উন্মুক্ত এবং মানসম্পন্ন তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- সংস্থা, পরিবেশ-প্রেক্ষাপট এবং কার্যক্রমের স্বাতন্ত্র্যতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণে অবশ্যই সঠিক তথ্য ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- উন্মুক্ত তথ্য-কাঠামো ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে;
  - দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পর্যায় থেকেই জবাবদিহতার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত তথ্যসমূহে অভিগম্যতা এবং বিশ্লেষণ,
  - সম্ভাব্য এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে উন্নতকরণ,
  - কাজের চাপ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। ফলস্বরূপ দাতাগণ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে একটি কমন বা সর্বসম্মত মান গ্রহণ করতে পারে,
  - আর্থিক প্রবাহের শৃংখল বা লেনদেনের কাঠামো অনুসরণ করে দাতা, তহবিল, অর্থপ্রবাহকে এবং সর্বোপরি উপদ্রুত জনগোষ্ঠী যাদের জন্য অর্থ প্রয়োজন তাদেরকে চিহ্নিত করণ,
- সকল Partner Organization সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা তথ্যসমূহে প্রবেশ এবং প্রয়োজনে প্রকাশ করতে পারে।

কর্মস্রোত ২: জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান

- জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ।
- স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের সাথে অংশিদারিত্ব সৃষ্টি এবং দায়িত্ব পালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন প্রশাসনিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থার সম্পূরক এবং সহযোগিতামূলক কাজ করা।
- বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা তহবিলের কমপক্ষে ২৫% স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের কাছে সরাসরি প্রদান করা।
- স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের কাছে সরাসরি তহবিল সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য IASC (Inter-Agency Standing Committee) এর সহযোগিতায় ”Localization Marker” পদ্ধতির উন্নয়ন করা এবং তা দাতা এবং সাহায্য সংস্থাসমূহকে অনুশীলন করানো।

কর্মস্রোত ৩: নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা

- পণ্য সহযোগিতা, সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) সরবরাহ ইত্যাদি কৌশলের পাশাপাশি নগদ অর্থের নিয়মিত ব্যবহারও বৃদ্ধি করা।
- নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির মান উন্নয়ন এবং কার্যকর নীতিমালা তৈরির উদ্দেশ্যে সবাইকে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করা ।
- নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কৌশলসমূহ নিশ্চিত করা।
- নগদ অর্থায়ন কর্মসূচি বর্তমানে যে অবস্থায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তার বাইরে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষ করে যেখানে যেটা প্রযোজ্য।

কর্মস্রোত ৪: নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা

- প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনার মাধ্যমে মানবিক সাহায্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কার্যকারিতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কমিয়ে আনতে হবে।
  - চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার
  - আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার
  - উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগযোগের জন্য কল সেন্টারের ব্যবহার এবং “এসএমএস” এর ব্যবহার
  - বায়োমেট্রিক্স এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ইত্যাদি
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অংশীদারিত্বমূলক চুক্তির অবতারণা এবং তাদের কাছে থাকা তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লজিস্টিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পণ্য এবং সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে যাতে ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি না হয়। (রোহিঙ্গা শিবিরেএক গাড়িতে সাবই যাইতে পারে অথচ একজন একটি গাড়ি নিয়ে যায়।)
- নিয়মিত কার্যকর যৌথ তদারকি এবং কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করে ভিন্ন ভিন্ন দাতার মূল্যায়ন, যাচাইকরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং তত্বাবধান প্রক্রিয়া কমিয়ে আনা

কর্মস্রোত ৫: যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন

- প্রতিটি সংকটকে চিহ্নিত করে একটি একক ও বহু-খাতভিত্তিক এবং পদ্ধতিগতভাবে অত্যন্ত উন্নত এমন একটি চাহিদা নিরূপণ ব্যবস্থা অবতারণা করতে হবে যেখানে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিভাবে সাড়া দেওয়া ও অর্থায়ন করা যায় তার নির্দেশনা থাকবে।
- চাহিদা নিরূপণের তথ্যসমূহ নিয়মিত এবং সময়মত বিনিময় করতে হবে যেখানে সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা বিষয়ক সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে সঠিক কৌশলের অবতারণা থাকবে।
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী বিশেষ করে স্বচ্ছতা, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে করার জন্য ক্লাস্টারসমূহে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।
- উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার এবং সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ করতে হবে। এতে করে মানবিক এবং উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সময় মানবিক নীতিসমূহকে সমন্বিত করার সুযোগ থাকবে।

কর্মস্রোত ৬: অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা

- স্থানীয় পর্যায়ে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে নেতৃত্ব এবং সুশাসন অনুশীলন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সংকটকালীন সময়ে তারা উপদ্রুত/আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সকল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতা প্রদর্শন করতে পারে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনাকে প্রণোদনা দিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে হবে।
- সময়মত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ২০১৭ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল মানবিক পরিকল্পনা এবং কৌশলগত পর্যবেক্ষণসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মতামত ও পরামর্শ বিবেচনা করে সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মস্রোত ৭: দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা

- দীর্ঘময়োদী, যৌথ-উদ্যোগ এবং নমনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করাসহ অর্থায়ন নীতিমালা গ্রহণ এবং অনুশীলন করতে হবে যেটা কর্মসূচির দক্ষতা, কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।
- ২০১৭ সালের মধ্যে উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কমপক্ষে পাঁচটি দেশে অর্থায়ন করা যেতে পারে, যেখানে যৌথ পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে বাস্তবায়িত মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়া প্রদান কার্যক্রমের উপর ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হতে পারে।
- বর্তমান সমন্বয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে, মানবিক এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ঝুঁকি এবং চাহিদা বিশ্লেষণের তথ্য বিনিময় করতে হবে যাতে উভয় সেক্টরের কাজগুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করে মানবিক ও উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়।

কর্মস্রোত ৮: দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা

- কিভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে এসকল সুনির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক বরাদ্দ এবং নমনীয় খাত-ভিত্তিক বরাদ্দসমূহের উপর প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন তৈরি করা যায় তা বাৎসরিক ভিত্তিতে এবং যৌথভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- আঞ্চলিক এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে যথাসম্ভব খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অর্থায়নের চর্চা ও পরিমাণ হ্রাস করতে হবে।
- স্বচ্ছতার অনুশীলন হতে হবে, দাতাদের সাথে সকল প্রকার তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে।
- ২০২০ সালের মধ্যে খাত-বহির্ভূত অর্থায়ন কার্যক্রম এবং নমনীয় অর্থায়ন মোট মানবিক বরাদ্দের কমপক্ষে ৩০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

কর্মস্রোত ৯: প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা

- ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সহজীকরণ এবং সরলীকরণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনের আকার কমিয়ে আনা, সকল ক্ষেত্রে একক পরিভাষা ও সহজ পরিভাষার ব্যবহার এবং একটি গ্রহণযোগ্য সার্বজনীন প্রতিবেদন কাঠামোর প্রতি নজর দিতে হবে।

- প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে বিশেষ করে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সেখানে প্রবেশাধিকার সহজ হয়।

- প্রতিবেদন প্রণয়নের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে খুব সহজেই এর মাধ্যমে কর্মসূচির কাংক্ষিত ফলাফল তুলে নেওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা যায়

কর্মস্রোত ১০: মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা

- আমাদেরকে অবশ্যই বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি'তে অবদান রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদে যাতে মানবিক চাহিদার পরিমাণ কমে আসে তার প্রেক্ষাপটেই বর্তমান সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

- শরণার্থী এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর সমস্যার টেকসই সমাধানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অভিবাসন এবং ফেরৎ আসা জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয় প্রদানকারী দেশসমূহকে অবশ্যই টেকসই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে, বিশেষ করে একটি বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া বা সহনশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার আত্মীকরণ ক্ষমতা ও কৌশলকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে।

ধন্যবাদ